উন্নয়নে সুশাসন জোর পায়নি

বিআইডিএসের সম্মেলন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও দুর্নীতি হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আর্থসামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হলেও দেশে বৈষম্য বেড়েছে এবং সুশাসনের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন দেশের দুই প্রথিতযশা প্রবীণ অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেছেন, দেশে দারিদ্র্য কমলেও বৈষম্য বেড়েছে। বৈষম্য বেড়ে গেলে বিদেশে টাকা পাচার বাড়ে। অন্যদিকে অধ্যাপক রেহমান সোবহান মনে করেন, সুশাসনের অভাব আছে বলেই দেশে রানা প্লাজা, তাজরীনের মতো ট্র্যাজেডি হয়েছে। অনেকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হয়েছেন। উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় সুশাসন জোর পায়নি।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী উন্নয়নবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল বুধবার অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় তাঁরা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে নুরুল ইসলাম ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এবং রেহমান সোবহান অনলাইনে সরাসরি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। রাজধানীর একটি হোটেলে এই সম্মেলন হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, সব ধরনের পরিসংখ্যান বলছে, গত ৫০ বছরে দেশে দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে কমেছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে বৈষম্যও বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এখন রাজনৈতিক সমস্যা।

সুশাসন সম্পর্কে নুরুল ইসলাম বলেন, উন্নয়নের যাত্রায় সুশাসন জরুরি। উন্নয়ন ও সুশাসন নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। তিনি দুর্নীতির উদাহরণ দিয়ে বলেন, স্বজনপ্রীতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি গোষ্ঠীর কাছে কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও দুর্নীতি হয়।

> **আয়বৈষম্য বেড়ে গেলে কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে টাকা পাচারও বেড়ে যায়। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এখন রাজনৈতিক সমস্যা।**
>
> **নুরুল ইসলাম,** ডেপুটি চেয়ারম্যান, প্রথম পরিকল্পনা কমিশন

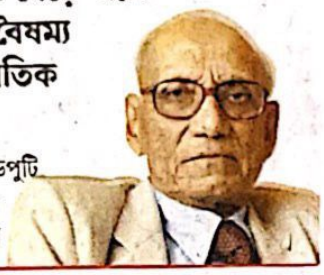

> **সুশাসনের অভাব আছে বলেই দেশে রানা প্লাজা, তাজরীনের মতো ট্র্যাজেডি হয়েছে। অনেকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হয়েছেন।**
>
> **রেহমান সোবহান,** চেয়ারম্যান, সিপিডি

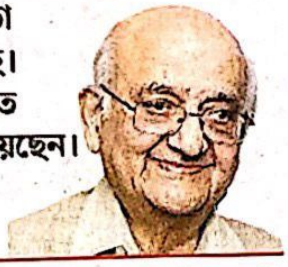

অর্থনীতির ইতিবাচক দিকের কথাও বলেন নুরুল ইসলাম। তাঁর মতে, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) ও রপ্তানি অর্থনীতিতে বড় অবদান রেখেছে। প্রবাসী আয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে। রপ্তানির সাফল্যে এ দেশে উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠেছে।

একই অধিবেশনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, 'উন্নয়নে সাফল্য আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অপশাসন (ম্যালগভর্ন্যান্স) আছে।' তাঁর মতে, বিভিন্ন খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) ভূমিকার প্রশংসা করেন রেহমান সোবহান। এসব উন্নয়ন সংস্থাকে তিনি 'সামাজিক উদ্যোক্তা' হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, এসব এনজিও গ্রামীণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আর ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও। এগুলো বাংলাদেশের এনজিও খাতের সাফল্যের বার্তা দেয়।

রেহমান সোবহানের মতে, গত ৫০ বছরে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পাল্টে গেছে। এখন গ্রামীণ এলাকায় অকৃষি খাতের দাপট বেড়েছে। আবার তৈরি পোশাক খাতের উত্থান হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। তিনি বলেন, একসময় এ দেশের শ্রমিকেরা কলকাতা, মুম্বাই ও করাচি যেতেন। এখন বলিভিয়ার জঙ্গল, সৌদি আরবের মরুভূমিতেও বাংলাদেশের শ্রমিকেরা কাজ করেন।

তিন দিনের সম্মেলন শুরু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক লিখিত বক্তব্য পাঠের মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই বক্তব্য পড়েন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ বদলে গেছে। গত এক দশক 'গেম চেঞ্জের' দশক ছিল। গ্রামগঞ্জে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান বলেন, জনগণের নেতা মানুষের প্রত্যাশা বুঝতে পারেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন ধরনের নেতা।

বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে পাকিস্তানকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক—প্রায় সব ক্ষেত্রেই পেছনে ফেলে দিয়েছে বলে মনে করেন বিনায়ক সেন। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। গত কয়েক দশকে ভারত ও পাকিস্তানে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে অংশগ্রহণ বেড়েছে। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের দিক থেকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, নগরে বসবাস করা মানুষের হারের দিক দিয়ে ওই দুটি দেশের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। এর মানে, বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুত গতিতে হচ্ছে।

» বড়দের বেশি প্রণোদনা দিয়ে পক্ষপাত করা হয়েছে পৃষ্ঠা ১১

বিআইডিএসের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিনে বক্তব্য দেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মসিউর রহমান (ডানে) ও বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন (বাঁয়ে) উপস্থিত ছিলেন। গতকাল রাজধানীর লেকশোর হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

বড়দের বেশি প্রণোদনা দিয়ে পক্ষপাত করা হয়েছে

বিআইডিএসের সম্মেলন

বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, সাধারণ ছুটি বা বিধিনিষেধের সময় দারিদ্র্যের হার সাময়িকভাবে বেড়ে যায়, কিন্তু এখন কমে এসেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

করোনাভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলায় সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছিল, তার ৬৭ শতাংশ পেয়েছে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো। আর এসএমই ও কৃষি খাত পেয়েছে যথাক্রমে ২৬ ও ৫ শতাংশ। অথচ সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয় এসএমই ও কৃষি খাতে। সে জন্য কর্মসংস্থানে গতি আসেনি।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বিশ্বের সব দেশ নিজের মতো করে ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রতিটি দেশের সরকার নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সংহত করতে বা নিদেনপক্ষে ধরে রাখার লক্ষ্যেই জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মূলত রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক গোঁড়া ইভানজেলিকাল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে তোষণ করেছেন।

অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড সরকার মানুষের জীবন রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। সে জন্য দীর্ঘদিন সীমান্ত বন্ধ রাখার পাশাপাশি নানা বিধিনিষেধ জারি রেখেছে তারা। তবে মানুষ যেন আয় হারানোর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে, সে জন্য দীর্ঘদিন প্রণোদনা দিয়ে গেছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধির পালে হাওয়া লাগানো। সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে খুবই কম। তার স্থায়িত্বও আবার বেশি দিন ছিল না। সে জন্য আয় হারানো মানুষের দুর্গতি কেবল বেড়েছে।

গতকাল রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত উন্নয়নবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিনে অর্থনীতিবিদ ও যুক্তরাজ্যের উলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এস আর ওসমানী এসব কথা বলেন।

এস আর ওসমানীর বক্তব্যের পর সম্মেলনে উপস্থিত অর্থনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকেরা বলেন, বাংলাদেশ সরকার এই যে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলোকে প্রণোদনা দিল, তার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল, সরকারের রাজনৈতিক পক্ষপাত ঠিক কোন দিকে।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে দেশের এসএমই খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।

এক উপস্থাপনায় কাজি ইকবাল বলেন, ২০২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও বিক্রয় তলানিতে ঠেকেছিল। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ তা প্রায় প্রাক্-কোভিড পর্যায়ের কাছাকাছি চলে গেছে। তবে দেশের ক্লাস্টারভিত্তিক বা গুচ্ছ এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো বিচ্ছিন্ন এসএমইদের চেয়ে এগিয়ে আছে। গুচ্ছভিত্তিক এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যদের চেয়ে ঋণ পেয়েছে বেশি। আর বিচ্ছিন্ন এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে ঋণ নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। সে জন্য পুনরুদ্ধারে তারা পিছিয়ে আছে।

এসএমই খাতের এই পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন পিপিআরসি-বিআইজিডির জরিপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাদের সর্বশেষ জরিপে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সাধারণ ছুটি বা বিধিনিষেধের সময় দারিদ্র্যের হার সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু এখন দারিদ্র্যের হার অত বেশি হওয়ার কথা নয়।

এ প্রসঙ্গে কাজি ইকবাল বলেন, জরিপ কখন ও কীভাবে করা হচ্ছে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সরকার যে বিস্তারিত পদ্ধতিতে খানা আয়-ব্যয় জরিপ করে, তা হয়তো অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ফোনে জরিপ করলে অনেক কিছু ধরা না-ও পড়তে পারে। এ ধরনের জরিপ থেকে দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান বের করে আনা কঠিন; বরং তাকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

এই পর্যায়ে দর্শকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন, বিচ্ছিন্ন এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো যে পুনরুদ্ধারে পিছিয়ে আছে, সরকার তাদের কীভাবে সহায়তা করতে পারে। জবাবে কাজি ইকবাল বলেন, সবাইকে ক্লাস্টারে নিয়ে আসাই সমাধান। সরকারও এ লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকারের শিল্পনীতিতেও তা আছে।

দিনের শেষ অধিবেশন ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ খুবই সামান্য কার্বন নিঃসরণ করে। তারপরও বিভিন্ন সময় জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ বিভিন্ন অঙ্গীকার করেছে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের উচিত হচ্ছে, উন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে চাপ দেওয়া।

সম্মেলনের প্রথম দিনে বিভিন্ন অধিবেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক মঞ্জুর হোসেন প্রমুখ।